স্মরণে

জন্মঃ ০৩/০৩/১৯৪২

মৃত্যুঃ ০৯/০৯/২০২২

শ্যামল ভট্টাচার্য চলে গেলেন। আমাদের শ্যামল দা; বাংলার পর্বতারোহী মুলুকে 'ভোলা মামা' বলেই খ্যাত। ১৯৬৩ সালে ইন্ডিয়ান আর্মিতে চাকরি করার সময় পাহাড়ের প্রেমে পড়েন। বেসিক ও অ্যাডভান্স মাউন্টেনীয়ারিং কোর্সও করে নেন। পরে 'CESC' তে চাকরি নেন। তারও অনেক পরে 'শ্যামল দা' আরোহী ক্লাবে প্রেসিডেন্ট হিসাবে যোগ দেন। ৮২'সালে আরোহী-র সূত্রপাত। ৮২ সালের সেই উদ্যোক্তারাই শ্যামলদা-কে জোর ক'রে আরোহী'র একজন করে নিয়েছিল। দাবি একটাই; বিষয়টাকে ছড়িয়ে দিন। 'আপনি আমাদের গাইড করুন।' শ্যামলদা যোগ দিলেন আরোহী-তে। যোগ দিলেন, ক্লাবের প্রথম অভিযানে। থেলু অভিযান। সে অভিযানের দলনেতা অমূল্য সেন। শ্যামল দা, ডেপুটি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট রাণাদা-র কথায়, 'আমরা শ্যামল দার পিছনে ৮৫ সাল থেকে জোঁকের মতো লেগে ছিলাম। ৮৮ তে থেলু অভিযানের পরে, শ্যামল দা আরোহী নিয়ে প্রথমবার গর্বিত হন।'

সেই শুরু। মাঝে ৮৭ সালে সংস্থার সভাপতি হন। ৮৫ সালেই শ্যামলদা-কে আরোহীর প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব দেন সুজল মুখার্জী-র মতো দিকপাল মানুষ। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন অমূল্য সেন ও সেই সময়কার আরও অনেকে। এডভেঞ্চার জনমানসে ছড়িয়ে দিতে সোনারপুরে পর্বতারোহণ নিয়ে প্রদর্শনী হয়। এমনকি প্রথম অভিযানে সোনারপুর স্টেশনে ১০০০ এরও বেশী মানুষ হিমালয়ের সেই অভিযানকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন। বাস্তবিকভাবে তাদের অভিযানকে স্থানীয় জনমানসে ছড়াতে পেরেছিলেন। শ্যামলদারা ভেবেছিলেন, তাদের মনের আনন্দকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেইভাবেই ১৯৮৭ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ২০১৪ সাল পর্যন্ত শ্যামল দা সভাপতি হিসাবে আরোহীকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

ভোলা মামা 'সাউথ ক্যালকাটা ইউথ হোস্টেলে'-রও টানা ৯ বছরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সেই কারণে মাউন্টেনীয়ার সমাজে ইউথ হস্টেলের খোঁজখবর দিতে দিতে পরর্বতারোহীদের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। বহু দিনের সদস্য ছিলেন - হিমালায়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট (HMI) ও ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন (IMF)-এর। নিজের মতো বহু ট্রেক করেছেন। এভারেস্ট বেস ক্যাম্প, অন্যপূর্ণা সারকিট, লাং-টাং ভ্যালি বা গণেশ হিমাল ট্রেক ইত্যাদি। অ্যাডভেঞ্চার প্রসারে নিজের মতো ক'রে চেষ্টা করেছেন দীর্ঘকাল। সমগ্র আরোহী পরিবার তাঁর স্মরণে শ্রদ্ধাবনত...।